আমার একটি দুর্ভিক্ষ চাই

সামুয়েল মল্লিক

জনছবি প্রকাশন

আমার একটি দুর্ভিক্ষ চাই

সামুয়েল মল্লিক

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা, ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রকাশক

একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়

৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
E-mail : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93261-9-9

প্রচ্ছদ

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

মূল্য ঃ ১৬০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস

১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com
ফোন ঃ ১৬২৯৭

.....

Amar Ekti Durbikkho Chai, written by **Samuel Mallik**
Published in Ekushey Boimela-2019, by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka 1000. **Price Taka 160.00**

উৎসর্গ

বাম্পার ফলনের নিচে চাপা পড়ে আছে ভাইয়ের চিৎকার
বোনের নোনাকান্না ভাঁজ করে রাখা রেড ওকের আলমারিতে
ভোরেই ছিনতাই হয়েছে মায়ের বুকের ওম
বিকেলে লুট হয়েছে বাবার নির্ভর হাত।
প্রতিনিয়ত নির্যাতিত নিপীড়িত অসহায় মা-বাবা-ভাই-বোনদের
উদ্দেশে এই কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত।

সূচিপত্র

মুগ্ধতা	৭	৩৫	আমার জন্ম
চন্দ্রবালিকা	৮	৩৬	ভালোবাসা
চলো, জেগে উঠি	৯	৩৭	কবিতা
ঈগলবালক	১০	৩৯	জলকবিতার তীরে
পাখিদের কাউন্সিলর	১১	৪০	নদী তীরে
রাধা	১২	৪১	জলবালিকা
জ্যোৎস্না	১৩	৪২	নদী
জলকেলি	১৪	৪৩	আয়না
ইতিহাস	১৫	৪৪	নিরাপত্তার ফর্মুলা
কামকেলি	১৬	৪৫	মে দিবসের পর
বনসাই	১৭	৪৬	ধর্ষিতা
ল্যাম্পপোস্ট	১৮	৪৭	মানব আদল
জলবন	১৯	৪৮	সম্ভ্রম
মৃত্যুধূপ	২০	৪৯	নিশাদল ভালোবাসা
নেশা	২১	৫০	সূর্যবালিকা
ফাগুন সময়	২২	৫১	বদলে যাও
প্রতিহিংসা	২৩	৫২	মানুষ
সুখ	২৪	৫৩	বিলবোর্ড নারী
রৌদ্র	২৫	৫৪	গডজিলা
কালো তালিকা	২৬	৫৫	আনস্টিচ মেঘের চাদর
বাঙলা	২৭	৫৬	নববর্ষের নবসূর্যে
একুশের কবিতা	২৮	৫৭	বিদায়ের বিউগল
প্রদর্শনী	২৯	৫৮	জলজ কবিতা
কোন মানুষ ছিলো না	৩০	৫৯	স্বাধীনতা
শীত	৩১	৬০	নির্বাক যুগ
পারফিউম	৩২	৬১	আমি মানুষ খুঁজছি
কামনা বিলাস	৩৩	৬২	হৃদয়
সময়	৩৪	৬৩	আমার একটি দুর্ভিক্ষ চাই

মুগ্ধতা

আঁধার রাত্রি এখন
জানালা খুলে রাখ কোথাও
জ্যোৎস্না নাইওর আসুক
আসুক হাসনাহেনাও

নদীর দেহে মিশে থাকে মেঘ
জলের ঠোঁটে তীব্র চুম্বনের উদ্ধৃতি
জলজাত নৈঃশব্দ্য হাঁটু গেঁড়ে বসে
পাড় ও জলের সঙ্গমের স্মৃতি

জানালার বাইরে দেখো
স্নিগ্ধতার বিকিকিনি
মৌমিতা কাছে এসো
এসো, মুগ্ধতা কিনে আনি।

চন্দ্রবালিকা

কুয়াশার শাল গায়ে বিবসনা রাত
মেঘ সিঁড়ি ভেঙে নামে শীতের প্রপাত
লেকপাড়ে চুল ঝাঁকে দেবদারু গাছ
নীল শাদা ক্যানভাসে জ্বলে তারা মাছ

বালিকার এক হাতে মাছ ধরা জাল
আর হাতে ধরে আছে আকাশের ডাল
দলছুট মেঘ এসে ঘিরে ধরে তাকে
কমনীয় তনু জুড়ে আলপনা আঁকে

চাঁদের কোমর ছুঁয়ে রাখে আবদার
মন চিরে দেখো তুমি কষ্ট–আমার
বোঝে না বোঝে না কেউ মানসিক ব্যথা
বেদনা পাহাড় হয় জমে নিরবতা

চাঁদের বালিকা খোঁজে শিশিরের নাও
ভিজে ভিজে চলে যায় ভিনদেশী গাঁও।

চলো, জেগে উঠি

গভীর রাত্রিতেও শুনি ওদের কান্না
পানি ভেঙে ভেঙে ওরা আসছে
ওরা কাঁদছে হাতে মৃত সন্তান নিয়ে
কান্নার জলে, জলের উচ্চতা বাড়ছে

চলো, আবাবিলের চঞ্চুতে ধরে রাখা পাথরে ঘষে নিই
আমাদের কলমের ধার
কলমে শুষে নেই সহস্র মায়ের কান্নার জল

নজরুলের অগ্নিবীণার দামাল সুরে জেগে উঠি
চলো, জেগে উঠি সুলতানের ঘর্মাক্ত শার্দূল মানব হয়ে।

ঈগলবালক

উর্বরা দেহ জুড়ে বেড়ে উঠেছে আয়েশি পালক
ন্যুব্জ ঈগলের পুরুষ্টু পালকের মতো কৃষ্ণ স্ফীত
পাহাড়ের চূড়ায় বসে একাকী নিমগ্ন আমি
ক্রিস্টাল বাতাসের ঘ্রাণ–মেশক সুরভিত
নাতিদীর্ঘ ভোগজীবনে নয় নির্বোধ মড়ক
আমি বেছে নেই চিরসবুজ কালের সড়ক।

একে একে উপড়িয়ে ফেলি দাঁতাল পালকের শিকড়
ধারাল পাথরে ছিন্ন করি অহংকারী চঞ্চুর ফলা
গভীর জলে ডুবে যেতে দেখি নিজ ভাস্কর্য খোদাই পাথর
বিলাসী স্বপ্ন সাজানো বিত্ত পিরামিড শিল্পকলা
আমার বরফদৃষ্টি ত্বকহীন রক্তাক্ত ধর
ধমনী থেকে নেমে আসে বিষের নহর।

বালিয়াড়িতে পড়ে আছে হৃদয়ের বর্বরতা সব
নতুন পালকে আবৃত রূপান্তরিত সোনালী ত্বক
মেশকসমুদ্রে স্নান শেষে নব সূর্যের সূচনায়
পুনর্জন্ম নেই আমি এক দুরন্ত ঈগলবালক।

পাখিদের কাউন্সিলর

পরিযায়ী পাখি আসে শীত ভ্যাকেশনে
তাদের কোন দুঃশ্চিন্তা নেই
রক্ষকেরা ভক্ষক হবে না
ভ্যাকেশন শেষ হলে ফিরে যাবে নীড়ে–
নিজ বাসভূমে

বাঙলার পাখিদের নীড় সংকট
একে একে দখলে যাচ্ছে তাদের ঘর বসতি
শান্তিনিবাস এখন কয়লানগর

নীড় ভেঙে গেলে তারা নির্ঘাত দেশান্তরি হবে

পাখিদের হৃদয়ে বিষণ্নতার ছাপ
কবি, তুমি পাখিদের কাউন্সিলর হও।

রাধা

নিপোশাক রাধা দেহ বাগানের পর
হামাগুড়ি দিয়ে আসে লালাঝরা নর
ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেহ খায় শকুন মনিব
শীৎকারে ফেটে পড়ে লেজকাটা জীব

সোনার নরেরা আসে–শিশ্ন ফণা তুলে
নাচের আসর ভেঙে–বদ্ধ ঝাঁপি খুলে
ঝেঁপে পড়ে সোনা সাপ মাংসল ঘরে
মেড়ে চলে দেহক্ষেত ঘাম কামজ্বরে

ছেঁড়া দুল ভাঙা চুড়ি পায়ের নূপুর
ঢেক তুলে শুয়ে থাকে মরদ কুকুর
মৃত পাতা ঝরে পড়ে সবুজের গায়
লোনাজল বেয়ে নামে লাল মৃত্তিকায়

লালজলে ডুবে যায় রাঙামায়ী রাধা
চিৎকার থেমে যায়, থামে সব বাধা।